# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

## জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮


**তারিখ: ১৬.০৬.২০২৫**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

### আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার জলাবদ্ধতা কমাবে বক্স কালভার্ট খনন: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আগ্রাবাদ এলাকায় বক্স কালভার্ট উন্মুক্ত করে খাল খনন ও পরিষ্কার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। আজ সোমবার দুপুরে হোটেল এমব্রোশিয়ার বিপরীতে বিদ্যুৎ ভবনের সামনের অংশে এই কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন তিনি।পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন, আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা কমিয়ে আনতে কাজ করছি। সম্প্রতি ১৯০ থেকে ৯২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলেও পূর্বের তুলনায় জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। মহান আল্লাহর রহমতে আমরা ইতিবাচক ফল পাচ্ছি।মেয়র আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে নির্মিত বক্স কালভার্টটি তৎকালীন সরকার অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করেছিল। কালভার্টটি পরিষ্কার করার জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আগ্রাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে দীর্ঘদিন ধরে বক্স কালভার্টে কোনো মেরামত বা পরিষ্কার কার্যক্রম হয়নি। যার কারণে আজকে প্রায় ২৭ বছর পরে বক্স কালভার্ট, লালমিয়া। ছড়া, নাসিরখাল খাল খনন ও সংস্কার প্রকল্প আমরা হাত নিয়েছি । চসিকের অর্থায়নে এই প্রকল্পে নৌবাহিনী কাজ করছে। এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, কারণ এখানে বিষাক্ত গ্যাস এবং গ্যাসলাইন রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস প্রস্তুত রয়েছে এবং সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ পরিচালিত হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ১৭টি স্ল্যাবের মধ্যে ৭টি উন্মুক্ত করে পরিষ্কার করা হয়েছে, বাকি ১০টি স্ল্যাবেও কাজ চলমান। প্রায় ৪০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বাকিটা শেষ হতে আরও ১৫-২০ দিন লাগবে। জোয়ারের সময় বাধা এলেও আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে নৌবাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনী, সিডিএ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসন, মেট্রোপলিটন পুলিশসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।মেয়র বলেন, “চসিক ইতোমধ্যে বেশ কিছু খাল পরিষ্কার করেছে এবং ১৫০টি প্রজেক্টের আওতায় নালা-নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করেছে যা এবার নগরীর বৃষ্টির পানিকে দ্রুত নিষ্কাশিত করে নগরে জলাবদ্ধতা হতে দেয়নি। সামনে আরও ২০০টি ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে খাল-নালাগুলো পরিষ্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রামের ১৬০০ কিলোমিটার নালা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।”পরিদর্শনকালে সিটি কর্পোরেশনের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বক্স কালভার্ট সংস্কার প্রকল্পের পিডি কমান্ডার মো. এনামুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর নিয়াজ মোহাম্মদ খান, চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ, নৌবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

### করোনা মোকাবিলায় সমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরী : মেয়র ডা. শাহাদাত

করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সংক্রমণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরী বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। আজ সোমবার (১৬ জুন) সকালে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মেয়র হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন এবং হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মেয়র বলেন, আমরা সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চসিকের উদ্যোগে একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করেছিলাম। সেখানে চট্টগ্রামে করোনা সেবায় যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন মেডিকেল কলেজ, জেনারেল হাসপাতাল, বিআইটিআইডি, ভেটেরিনারি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রস্তুতির ঘাটতি না রেখে আগেই সর্তক থাকতে হবে।” তিনি আরও জানান, “চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বর্তমানে একটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ডেডিকেটেড করোনা সেন্টার রয়েছে। করোনা ওয়ার্ডে ভেন্টিলেটর দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে আরও দেওয়া যাবে। হাইফ্লো অক্সিজেন ক্যানোলা রেডি আছে। সেন্ট্রাল অক্সিজেন আছে। করোনা চিকিৎসার জন্য যেগুলো দরকার সব কিছু আছে। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে নিজে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং বলতে পারি, আমরা এখন অনেক বেশি প্রস্তুত।তিনি আরও বলেন, “আমরা চসিকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি আইসোলেশন সেন্টার চালু করেছি এবং আরও কয়েকটি প্রাইভেট আইসোলেশন সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, “করোনার প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হচ্ছে মাস্ক পরিধান, জনসমাগম এড়িয়ে চলা এবং সচেতন থাকা। প্রতিটি নাগরিককে এই দায়িত্ব নিতে হবে।”

অসাধু ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, “ইতোমধ্যে মাস্ক, গ্লাভস ও স্যানিটাইজারসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুদ করে দাম বাড়ানোর অপচেষ্টা চলছে। আমরা এই চক্রকে ছাড় দেব না। প্রয়োজনে অভিযান চালিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” মেয়র আশা প্রকাশ করেন, চট্টগ্রামে সকলে সচেতন থাকলে করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। তিনি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, যারা এই সংকট মোকাবেলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আকরাম হোসেন, ডা. এস এম সারোয়ার আলম, ডা. ইফতেখার মো. আদনান, বাকী বিল্লাহ সবুজ, ডা. মো. মঈনুল, ডা. আশিক আমান, ডা. লুৎফুর কবির প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮